বিবেকনিধি

একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

স্বামী মহাতবকক

সংগ্রহ ও অনুবাদ : তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[স্বামী রামজী (১৮৫৪-১৯১৪) কাশ্মীরের প্রখ্যাত শৈব সাধক। তাঁর অন্যতম শিষ্য স্বামী মহাতবককজীর (১৮৬৮-১৯৪৫) আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপুষ্ট হন কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শৈবাচার্য স্বামী লক্ষ্মণজু (১৯০৭-১৯৯১)। স্বামীজী কাশ্মীরে পণ্ডিত নারায়ণদাস রায়নার গৃহে পদার্পণ করে মন্তব্য করেছিলেন, ''আপনি গৃহটিকে দেবালয়ে রূপান্তরিত করেছেন, কাজেই আপনার গৃহে দেবতার আগমন খুবই স্বাভাবিক।'' এর নয় বছর পর নারায়ণদাসজীর কনিষ্ঠপুত্র ঈশ্বরজানিত পুরুষ স্বামী লক্ষ্মণজু-র জন্ম। অতএব কাশ্মীরের তিন আধ্যাত্মিক নক্ষত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের। স্বামীজীর সঙ্গে আচার্য রামজীর সাক্ষাৎকালে মহাতবজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি সেই সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করান (তারিখ : ১৮ মার্গশীর্ষ, ১৮৫৭ শকাব্দ, শ্রুতিলিখন : মালিনী দেবী)। সংস্কৃতভাষায় লিখিত সেই স্মৃতিকথায় স্বামীজীর কাশ্মীরভ্রমণের কিছু অজানা তথ্য পাওয়া যায়।]

আমার সৌভাগ্য যে, জগদ্‌বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। আমার গুরুদেব স্বামী রামজী ক্ষীরভবানী মন্দিরে গিয়েছিলেন এবং মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আনন্দ জুধরের অতিথি হয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। একদিন সকালে আমরা মায়ের মন্দিরে গিয়ে দেখলাম, এক যুবা বাঙালি সন্ন্যাসী ধ্যানতন্ময় হয়ে বসে আছেন। অন্যান্য লোকেদের কাছে জানলাম, পূর্বদিন সন্ধ্যায় তিনি ধ্যানে বসেছেন এবং তারপর থেকে ওই একইভাবে রয়েছেন। গুরুজী তাঁকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে আমাকে বললেন, আমি যেন সত্বর পুরোহিতের বাড়ি থেকে মায়ের প্রসাদি দুধ নিয়ে আসি। তখন সকলে সেই সন্ন্যাসীর শরীর নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, ''বোধ হয় সন্ন্যাসীর শরীরত্যাগ হবে।'' গুরুজী সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বসলেন এবং শিবস্তোত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে আমি মায়ের প্রসাদি দুধ নিয়ে গেলাম। গুরুজীর শিবমন্ত্র সন্ন্যাসীর কানে প্রবেশ করলে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল। গুরুজী সন্ন্যাসীকে বললেন, ''বৎস, আপনি গত রাত থেকে উপবাসী আছেন। এটি মায়ের প্রসাদি দুধ। অনুগ্রহ করে পান করুন।'' তারপর তিনি সন্ন্যাসীর দিকে দুগ্ধপাত্রটি এগিয়ে দিলেন।

সন্ন্যাসী শান্তকণ্ঠে বললেন, ''বাস্তবিক এ মা

ক্ষীরভবানীর কৃপা। গতরাত্রে আমি একরকম মানসিক চাঞ্চল্যে অধীর ছিলাম। কী করব—তার কোনও উপায়ান্তর না পেয়ে ধ্যানে মগ্ন হই। আমি খুবই পিপাসার্ত। দিন আমাকে ওই পাত্র। মায়ের প্রসাদি দুধ পান করে কৃতার্থ হই।"

অতঃপর তিনি পাত্রের দুধটি পান করলেন।

এরপর সন্ন্যাসী গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করলেন : মহাত্মার নাম জানতে পারি?

গুরুজী : আমি রামজী নামে পরিচিত। ফতেকদলে আমার আশ্রম। বেদচর্চা ও শিব অনুধ্যানে ব্যস্ত থাকি। সঙ্গে শিষ্যশিষ্যারা থাকেন।

সন্ন্যাসী : আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

গুরুজী : আমি যদি আপনাকে চিনতে ভুল না করে থাকি, তাহলে আপনি কি সেই বিবেকানন্দ স্বামী—যিনি আমেরিকায় সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন?

সন্ন্যাসী : মহাত্মন্! এতে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। সবই আমার আচার্যদেবের আশীর্বাদ।

গুরুজী : আপনি তো সেই সাধকশ্রেষ্ঠ পরমহংসজীর সুযোগ্য শিষ্য?

সন্ন্যাসী : আপনি কি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শুনেছেন?

গুরুজী : আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি সেই সাধকশ্রেষ্ঠের শ্রীচরণ স্পর্শের সুযোগ পেয়েছি।

সন্ন্যাসী : কীভাবে?

গুরুজী : আমি আমার গুরুদেব যোগাচার্য মানাককজীর সঙ্গে একবার গঙ্গাসাগর দর্শন করতে বাংলাদেশে যাই। সেখান থেকে ফেরার পথে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির দর্শন করি। মন্দির দর্শনান্তে আমরা মন্দিরের বাইরে এলে এক যুবক আমাদের সংবাদ দিল—পরমহংস মহাশয় আপনাদের ডাকছেন। আমরা যুবককে অনুসরণ করে তাঁর ঘরে গেলে তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন এবং আমাদের সকল সংবাদ জানতে চাইলেন। মা কালীর প্রসাদ দিলেন। আমার গুরুদেব তাঁর কথা জানতেন। তাঁরা কিছুক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গ করলেন। তারপর পরমহংস মহাশয় একটি গীত পরিবেশন করলেন। বিকেল নাগাদ আমরা ফিরে আসি।

সন্ন্যাসী : আমার আচার্যদেবকে আপনার কেমন লেগেছিল?

গুরুজী : পরমহংসদেবের তুল্য সাধু বিরল। বাংলাদেশের মানুষদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা তাঁর মতো যোগীপুরুষের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছেন।

সন্ন্যাসী : আমার আচার্যদেব বলতেন, ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন, তবে মানুষে তাঁর প্রকাশ বেশি। হরিই জগৎ—জগতই হরি। যাঁদের হরিতে সদাই মতি থাকে তাঁদের পরমার্থ লাভ হয় তাড়াতাড়ি।

গুরুজী : সঠিক কথাই সেটি। শাস্ত্রে আছে, আদি ও অন্তে চিৎস্বরূপ বিরাজমান। মাঝে তার বুদবুদ রূপ। জ্ঞান রূপ চিন্তাই ব্যক্তিকে জ্ঞানমার্গে উন্নীত করে। সেই চিন্তায় মগ্ন হওয়াই হল সাধনা।

এইরকম আলাপচারিতার সময় পণ্ডিত ধরজী তাঁর অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা সহ মাতৃমন্দিরে এলেন। গুরুজী তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে ধরজীর সাক্ষাৎ হলে জানা গেল তিনি সন্ন্যাসীর পূর্বপরিচিত। উভয়ে পুনঃসাক্ষাতে আনন্দিত হলেন। হঠাৎ স্বামীজী গুরুজীকে বললেন, ''পণ্ডিতজীর কন্যাটি সুলক্ষণা, আমার খুব বাসনা জাগছে যে আমি ওই কন্যাটিকে দেবীজ্ঞানে পূজা করি। এ-বিষয়ে আপনার মতামত জানতে পারি?"

গুরুজী বললেন, ''এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি ধরজীকে জানাচ্ছি।"

অতঃপর তিনি ধরজীকে সন্ন্যাসীর প্রস্তাবটি জানালেন এবং ধরজী সম্মত হলেন। পরের দিন

উষালগ্নে সন্ন্যাসী ধরজীর কন্যাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করলেন।

আমরা বিকেলে ক্ষীরভবানী ত্যাগ করে ফতেকদল অভিমুখে যাত্রা করলাম। যাত্রার প্রাক্‌কালে গুরুজী স্বামীজীকে ফতেকদল আশ্রমে যেতে অনুরোধ জানালেন। তিনি সম্মত হলেন।

আচার্য রামজী যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনই মনীষী ব্যক্তি। দেশের সনাতন আদর্শ অটুট রাখতে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কিছু অসহায় বালিকা তাঁর স্নেহ ও অভিভাবকত্বে আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েছিল। তিনি তাদের প্রথমে ব্রহ্মচর্যব্রতে ও পরে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন। তাদের বাসস্থান হিসেবে তিনি বেদবিদ্যালয়ের কয়েকটি কুটির নির্দিষ্ট করে দেন। এই বিদ্যালয়টি পরে নারীমঠের রূপ নেয়। বালিকাদের মধ্যে মণিকাজী জ্যেষ্ঠা এবং গায়ত্রীজী কনিষ্ঠা। মণিকাজী গুরুজীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করে পরে বেদবিদ্যালয়ের প্রধানা হন। তিনি শ্রীগুরুর আদর্শ প্রচার করে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর সাহচর্যে গায়ত্রীজীও আদর্শ জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

গুরুজীর অনুরোধক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ফতেকদল আশ্রমে এলে আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গুরুজীর কাছে নিয়ে গেলাম। স্বামীজী বললেন যে, কিছুদিন আগে তিনি এই মঠে এসে জেনেছিলেন আশ্রমের মোহান্তগণ অন্যত্র গিয়েছেন এবং সেই সংবাদ শুনে তিনি ফিরে যান। গুরুজীর সঙ্গে স্বামীজীর শুভেচ্ছা বিনিময় হলে গুরুজীর নির্দেশমতো আমরা তাঁকে বেদবিদ্যালয় পরিদর্শনে নিয়ে যাই। বিদ্যালয়ের বালিকারা তাঁকে বেদমন্ত্রে সম্ভাষণ জানায়।

বিদ্যালয়প্রধানা মণিকাজী ও তাঁর সহকারিণী গায়ত্রীজীকে দেখা মাত্র স্বামীজী তাঁদের চিনতে পারেন। বোঝা গেল, তাঁরা তাঁর পরিচিত। মণিকাজী স্বামীজীকে প্রণাম নিবেদন করে জানালেন : ''স্বামীজী! গায়ত্রী আমার ভগিনী এবং মঠের ব্রহ্মচারিণী। তার পিতৃবিয়োগ উপলক্ষ্যে আমরা শিয়ালকোট যাই। সেখানে আপনার শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আপনার বহু সংবাদ আমরা পূর্বেই শুনেছিলাম। বালিকাদের শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আপনি যাতে স্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দেন, সেই প্রত্যাশায় আপনার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। আপনি আশীর্বাদ করুন—আমরা যেন আজীবন ব্রত পালনের শক্তি অর্জনে সমর্থ হই।''

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, ''আচার্য রামজীর আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীগণ রত্নস্বরূপা! শিয়ালকোটে এরা আমাকে যে-আবেদনপত্র দিয়েছিল তাতে ভারতের মহিলাদের শিক্ষালাভের তীব্র আকুতি ছিল। সংস্কৃত ভাষায় সুলিখিত পত্রটি পাঠ করে আমি খুব প্রীত হয়েছি। ব্রহ্মচারিণীরা এই আশ্রম দর্শনের আমন্ত্রণও জানিয়েছিল। যাই হোক, ঈশ্বরের কৃপায় সেই আশা পূর্ণ হল।''

স্বামীজী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি ও বিদ্যার্থিনীদের কার্যধারার খোঁজ-খবর নিলেন। ব্রহ্মচারিণীরা একটি থালায় ফল ও মিষ্টান্ন সাজিয়ে তাঁর সামনে রেখে তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। স্বামীজী একটুকরো ফলমাত্র গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শন সেরে তিনি রামজীর কাছে এসে বললেন, ''আপনার কার্যকলাপ দেখে আমি অভিভূত। আপনি আমার প্রণতি গ্রহণ করুন।'' উত্তরে গুরুজী 'শুভম্' শব্দে স্বস্তিবাচন করলেন।

এর কিছুদিন পর লাহোর-প্রত্যাগত জনৈক সন্ন্যাসী মারফত স্বামীজীর একটি পত্র গুরুজীর কাছে আসে :

''পূজ্যপাদ রামজী মহাত্মন্! আমার নৈষ্ঠিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। আপনার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও কর্মপ্রেরণা আমাকে অভিভূত করিয়াছে। আমাদের দেশে নানা শাসনতন্ত্রে দেশীয় সংস্কৃতি আরও ক্ষীয়মাণ হইতেছে যাহা আমাদের অস্তিত্বের সংকটকে ঘনীভূত করিবে। ভারতবর্ষের নারীরা যেরূপ নিষ্পেষিত হইতেছে এবং অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে—তাহাতে দেশের ভাগ্য মন্দ ব্যতীত শুভ দেখিতেছি না। তবে সৌভাগ্য এই, আপনাদের ন্যায় মহাত্মাদের কর্মপ্রয়াস কোনওকিছুর বাধাই গ্রাহ্য করে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি সকলের অগোচরে মানবের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আপনি যেরূপ ব্রহ্মচারিণীদের নিমিত্ত বেদবিদ্যালয় ও সংস্কৃত পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এরূপ আরও কতিপয় বিদ্যালয় গঠন করিলে এই হতভাগ্য দেশের মানুষের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি। পুনরায় শ্রীনগর গমনের সুযোগ আসিলে আপনার সহিত অবশ্যই মিলিত হইব। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি—স্বামী বিবেকানন্দ

পুনঃ ব্রহ্মচারিণীদিগের শিক্ষা উত্তমরূপে হইতেছে। সেইসঙ্গে তাহাদের স্বাবলম্বী হইবার কোনওরূপ প্রকল্পগ্রহণ সম্ভব হইলে এবং তাহা অচিরে গৃহীত হইলে অধিক আনন্দিত হইব।

—বিবেকানন্দ।''

পত্রটি পেয়ে গুরুজী খুবই আনন্দিত হন। পরে তিনি আশ্রমবাসীদের একত্রিত করে পত্রটি পাঠ করে সকলের উদ্দেশে বলেন, ''জগদ্‌বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই আশ্রমের কৃৎকৌশল দেখে খুশি হয়েছেন। কাজেই এর দায়িত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের বড় কর্তব্য।''

এই প্রসঙ্গগুলি আমাদের যেমন ভাবায় তেমনই শিহরণ জাগায়। স্বামী বিবেকানন্দ ও গুরুজীর আলাপ ও পত্রালাপ আশ্রমের কাজকে বহুগুণ বর্ধিত করেছিল। গুরুজী ছিলেন বেদজ্ঞ। অথর্ববেদে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পরিচিতদের ভেষজ ওষুধ সরবরাহ করতেন এবং আশ্রমে ভেষজ ওষুধ প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। এই কাজের দায়িত্বে তিনি ব্রহ্মচারিণী গায়ত্রীজীকে নিযুক্ত করেন। কয়েক বছরের মধ্যে এই আশ্রম থেকে প্রস্তুত ওষুধ বহু মানুষের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করেছিল। এই উদ্যোগে গায়ত্রীজী বহু মহিলাকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন।

গুরুজীর সঙ্গে স্বামীজীর আত্মিক সম্পর্কের কথা গুরুজীর শিষ্যগণ অবগত ছিলেন। পণ্ডিত আনন্দ জুধর ও পণ্ডিত নারায়ণদাস রায়না রামজীর শিষ্য ছিলেন। তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁদের গৃহে পদার্পণের জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি রাজি হন। সেইসময় আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। স্বামীজী নারায়ণদাসজীকে বলেছিলেন, ''আপনি গৃহটিকে দেবালয়ে রূপান্তরিত করেছেন, কাজেই আপনার গৃহে দেবতার আগমন খুবই স্বাভাবিক। আপনার উপর দেবতার কৃপা নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে—নিশ্চয় অনুভব করছেন?'' পণ্ডিত আনন্দ জুধরের গৃহে স্বামীজী শিবমহিমাসূচক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। খুবই মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান ছিল সেগুলি। ভক্তগণ তাঁকে যে-প্রণামী দিয়েছিলেন তা তিনি রামজীর আশ্রমে সেবাকাজের জন্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর উদারতা খুবই প্রশংসনীয়। জয়তু মহাত্মা রামজী! জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ।